# শীতকালে মৎস্যচাষিদের করণীয়

- শীতের শুরুতে সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে পরিমাণমত চুন ও লবণ প্রয়োগ করতে হবে।
- মাছের খাদ্য স্বাভাবিকের চেয়ে কম প্রয়োগ করতে হবে। তবে শৈত্য প্রবাহকালীন (তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে ) খাবার ও সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- শৈত্য প্রবাহ হলে সমস্ত পুকুরে পলিথিন শেড দেয়া যেতে পারে। ফলে পুকুর/ জলাশয়ের পানিতে বাইরের ঠান্ডা তাপমাত্রার প্রভাব কমবে।
- সম্ভব হলে গভীর নলকূপের পানি সরবরাহ করে পুকুরে পানির গভীরতা ৫-৭ ফুট রাখতে হবে।
- মাছের মজুদ ঘনত্ব কমাতে শীতের শুরুতে বড় সাইজের মাছ আংশিক আহরণ করতে হবে এবং নতুন করে পোনা মজুদ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস দূর করার জন্য মাসে অন্তত ২ বার সূর্যের আলো থাকাকালীন সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে সাবধানতার সাথে হররা টানতে হবে এবং পুকুরে / জলাশয়ে জাল টানা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পানির গুণাগুণ ও মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; পানির গুণাগুণ ভালো রাখা,ক্ষতিকর গ্যাস দূর করা,খাল বিলের পানি পুকুরে প্রবেশ না করানোসহ অন্যান্য জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পানির উপরের স্তরে সবুজ/ লাল স্তর পড়লে তা খড়ের দড়ি ও কাপড়ের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর পাড়ে গাছপালা থাকলে ডালপালা কেটে পর্যাপ্ত সূর্যালোক যাতে পুকুরের পানিতে পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

- অক্সিজেন স্বল্পতা থাকলে অ্যারেটর চালানো বা অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভিটামিন সি,মিনারেলস, বিটা গ্লুকান এবং উপযুক্ত মানের প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রচারেঃ
কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
মৎস্য অধিদপ্তর এবং এফএও

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়